যুগান্তর

তারিখ 04 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

# বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একদিন বন্ধ থাকলে লোকসান ৯ কোটি টাকা

মুসতাক আহমদ

দেশের ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় একদিন বন্ধ থাকলে লোকসান গুনতে হয় ৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭ কোটি টাকাই ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের। বাকি ২ কোটি টাকা আসে রাজকোষ থেকে। ফলে গোলযোগের ৩ দিনসহ গত ১৫ দিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকায় সোমবার পর্যন্ত গচ্চা দিতে হয়েছে সোয়া শ' কোটি টাকা। এর বাইরে ১৫ দিন বন্ধের কারণে সৃষ্ট সেশনজটের বাড়তি খরচ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের লোকসান তো রয়েছেই। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপে জানা গেছে, ১৫ দিনের বন্ধে ইতিমধ্যে ২ মাসের সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। এই সেশনজটের কারণে শিক্ষার্থীদের দু'মাসের শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হল। যে সময়টি পার করতে সরকার এবং অভিভাবকদের আরও ৫শ' কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করতে হবে শিক্ষার্থীদের পেছনে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের কথা বেশ পুরনো। এক হিসাবে দেখা গেছে, হরতাল, ধর্মঘট, শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতিসহ নানা কারণে প্রতিবছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রায় ২০০ দিনই বন্ধ থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এভাবে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত ২২টিসহ বর্তমানের ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই কমবেশি সেশনজট রয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে সরকারি অর্থায়নে। শিক্ষক-বেতন, শিক্ষা ও সহায়ক কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় মেটানোর খরচ দেয় সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সূত্র জানিয়েছে, ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ ৬৬ হাজার ৪৬২ জন। ইউজিসির হিসাব পরিচালক ইব্রাহিম কবীর জানান, ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট ৬৮৯ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে ঢাকা

লোকসান : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

## লোকসান : টাকা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ১৪২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮২ কোটি ৯০ লাখ টাকা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ময়মনসিংহ) ৭৫ কোটি ৮০ লাখ, বুয়েটের প্রায় ৪৬ কোটি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৫ কোটি ১১ লাখ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ কোটি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেট রয়েছে। মূলত বাজেটের এসব টাকা শিক্ষার্থীদের এক শিক্ষাবর্ষের জন্যই ব্যয় ধরা হয়। সে হিসাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একদিনের ব্যয় দাঁড়ায় ১ কোটি ৮৮ লাখ ৯৫ হাজার ৫৩৪ টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহালুল হক চৌধুরী জানান, এ পর্যন্ত ১৫ দিনের ছুটিতে ১৩৪টি পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে। খোলার পর কমপক্ষে দেড় মাস সময় লাগবে স্থগিতকৃত এসব পরীক্ষা নিতে। তিনি জানান, আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২৮৮টি পরীক্ষা নির্ধারিত আছে। এসব পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হলে বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ মাসের জন্য পিছিয়ে যাবে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে জানান, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সেশনজট ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় যখন বন্ধ করা হয় তখন ১৬টি বিভাগের চারটি বর্ষের পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা শেষপর্যায়ে ছিল। তিনি জানান, অনাহূত বন্ধের কারণে ৪৮টি পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে।

নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবুল খায়ের বলেন, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছুটিতে ২৭টি পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে। তিনি যত শিগগির সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবি করে বলেন, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাফার প্রিয়ড' বলে ৮ সপ্তাহের একটা ছুটি আছে। সেটাকে 'ইনটেনসিভ সেমিস্টার' ঘোষণা করে তিনি সেশনজটের ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করবেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেন বলেন, বিভাগ পর্যায়ে পরীক্ষা নেয়ার কারণে মোট সংখ্যা বলা যাবে না, তবে অনেক পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা বছরই কোন না কোন বিভাগের পরীক্ষা থাকে। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭টি বিভাগ রয়েছে। তিনি জানান, পরীক্ষার হিসাব না থাকায় সেশনজটের হিসাব করা হয়নি। তবে একটা ধাক্কা তো লাগবেই।